pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন ও সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে

হাজের ও নাজের

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

কোরআন ও ছুন্না'র দৃষ্টিতে

হাজের ও নাজের

● লেখক

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

● প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ইং

সর্বশেষ সংস্করণ : ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ইং

● হাদিয়া

৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

(লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত)

● প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

জাগরণ প্রকাশনী

১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬

●

KORAN SUNNA'R dRISTITE HAJER-NAJER

By- Principle Shekh Mohammad Abdul Karim Sirajnogori,

Published by : Jagoron Prokasoni, Anderkilla, Ctg. 01819863576

Price : 40/=, US$: 2

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কলম থেকে

পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরিয়ত সুলতানুল মোনাজিরীন উস্তাযুল উলামা বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ) এদেশের সুন্নী অঙ্গনে এক অতীব পরিচিত নাম। ক্ষুরধার লেখনী, তথ্য ও যুক্তি নির্ভর বক্তব্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সুন্নী জনতার নিকট তিনি শ্রদ্ধেয় ও সমাদৃত। কোরআন-হাদিসের নির্ভরশীল দলীলের মাধ্যমে বাতিল মতবাদের খণ্ডনে তাঁর পুস্তকাদী পাঠকদের নিকট খুবই আকর্ষণীয়। তাঁর লিখিত বেশ কয়েকটি বইয়ের মধ্যে **'কোরআন ছুন্নার দৃষ্টিতে হাজের-নাজের'** শিরোনামে প্রবন্ধটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে এটি পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বর্তমানে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে ইসলামের নামে যেসব ভ্রান্ত আক্বিদা কেন্দ্রীক দল-উপদল গজিয়ে উঠছে তাতে সরলপ্রাণ মুসলমানরা রীতিমত বিভ্রান্ত হচ্ছে। সমসাময়িক কালে দেশে যে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এটি তারই ফসল। গ্রন্থটিতে লেখক ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আক্বিদার পাশাপাশি সেসব বাতিল আক্বিদা সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি অধ্যয়ন করে বর্তমান সাধারণ মুসলমানরা যদি সামান্যতমও উপকৃত হয় তবে এই প্রকাশনা স্বার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ সকলকে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপন করে সঠিক পথটি বেছে নেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। বেহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
পরিচালক, জাগরণ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম

প্রাপ্তিস্থান

জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬

* মুহাম্মদী কুতুবখানা
* আল-মদিনা কুতুবখানা
* মাকতাবায়ে আত্তারিয়াহ্, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
* চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া সংলগ্ন লাইব্রেরী সমূহ

ঢাকা

গাউছুল আজম জামে মসজিদ
উত্তর শাহাজাহানপুর, ঢাকা, মোবাইল : ০১৮৩৫৫০৪৫৯১
কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন লাইব্রেরী সমূহ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

সিলেট

সিরাজনগর দরবার শরীফ, শ্রীমঙ্গল
মামুন রেজা লাইব্রেরী, ফায়ার সার্ভিস রোড, হবিগঞ্জ
এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে সুন্নী লাইব্রেরী সমূহে খোঁজ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	৫
২। হাজের ও নাজের দু'টি শব্দের বিশ্লেষণ	৭
৩। আল্লাহর হাবীব হাজের ও নাজের	৮
৪। শাহিদ শব্দের অর্থ	৯
৫। আল্লাহ তা'য়ালাকে হাজের নাজের বলা যাবে কি না?	১৪
৬। আল্লাহর হাবীব মুমিনদের ঘরে ও মসজিদ সমূহে হাজের	১৭
৭। আল্লাহর হাবীব নামাযীদের নিকটে ও হাজের	১৯
৮। আল্লাহর হাবীব সারা বিশ্বে স্বশরীরে পরিভ্রমণ করে থাকেন	২৫
৯। আল্লাহর ওলীগণ এক মুহূর্তে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে পারেন	২৯
১০। হাজের ও নাজের সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের জবাব	৩১
১০। সমর্থিত ওলামায়ে কেরাম	৪২
১১। বিশেষ আবেদন	৪৬
১২। আন্‌জুমানে ছালেকীন সিরাজনগর দরবার শরীফের পক্ষে থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই	৪৭

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين. والعقبة للمتقين. والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين.

আল্লাহ পাক তাঁর পিয়ারা হাবীব আমাদের ব্যথার ব্যথী দুকূলের সাথী কবরের জ্যোতি, নয়নের পুতুলী নিদানের কান্ডারী ছরকারে দুজাহা তাজে দারে মদীনা আকাও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছেন। তন্মধ্যে হাজের ও নাজের একটি অন্যতম গুণ। অর্থাৎ আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব কে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যে, তিনি একই সময়ে একই স্থান থেকে সারা বিশ্বে হাজের ও নাজের। সব কিছু দেখতেছেন এবং শুনতেছেন। সারা বিশ্ব তার কাছে হাতের তালুর ন্যায়।

ওফাত শরীফের পূর্বে যেভাবে ছিলেন ওফাত শরীফের পরও রওজাশরীফে ঠিক তেমনি সশরীরে জীবিত আছেন। ইচ্ছে করলে রওজা শরীফ থেকে সশরীরে বের হয়ে আছমান জমীনের যে কোন স্থানে পরিভ্রমণ করতে পারেন, করে থাকেন। এই অনুমতি আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন, এমনকি হজ্জ চলাকালীন সময়ে আল্লাহর হাবীব সশরীরে হজ্জ পালন করে থাকেন। অর্থাৎ তাওয়াফ করেন, মিনা বাজার, আরাফা ও মুযদালিফাতে হাজের থাকেন।

উপরোক্ত আকীদা ও বিশ্বাস ছিল সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবয়ে তাবেয়ীন, সমস্ত মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন, চারি তরীকা ও চারি মাজহাবের ইমাম গণের, এক কথায় সমস্ত মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস।

বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমান জামানায় আল্লাহর হাবীবের এই চির সত্য সর্ব সম্মত গুণ হাজের ও নাজের সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্য আসছে। আবার কেউ কেউ ইহাকে অস্বীকারও

pdf By Syed Mostafa Sakib

করছে। এই সংকটময় মুহূর্তে কোরআন ছুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক বক্তব্য মুসলিম সমাজের সামনে উপস্থাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য মনে করছি। কেননা ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেছানী শায়খ আহমদ ছিরহিন্দী (রাঃ) এর স্বরচিত তাঈদে আহলে ছুন্নাত নামক কিতাবে একখানা হাদীছ শরীফ নকল করেছেন যে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الفساد او البدع فليظهر العالم علمه فان لم يفعل فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين. ولا يقبل الله صرفا وعدلا.

অর্থাৎ রাছুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন–যখন ফিত্না ফাছাদ অথবা ছুন্নত ধ্বংসকারী বিদয়াত বিপুল ভাবে প্রচলন হতে থাকবে তখন কোরআন ছুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক তথ্য জানা সত্ত্বেও যদি কোন আলেম প্রচার না করে; তবে তার উপর পড়বে আল্লাহ পাকের লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত, এমনকি তার ফরজ ও নফল কোন বন্দেগী কবুল হবে না।

তাই সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি করে বইটি লিখতে বাধ্য হলাম। এতে আমাকে সাহায্য করেছেন সিরাজ নগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল কাদেরী ও অত্র মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক, আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে খুব সংক্ষেপে হাজের নাজের নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ হয়েছিল।

পরিশেষে পাঠক সমাজের কাছে নিবেদন তাড়াহুড়ার কারণে বইটিতে যদি কোথাও কোন তথ্যগত ভুল ধরা পড়ে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব এবং কৃতজ্ঞ থাকব। এবং দোয়া করবেন যাতে অব্যাহত গতিতে ছুন্নীয়তের খেদমত করে যেতে পারি।

–লেখক

হাজের ও নাজের দু'টি শব্দের বিশ্লেষণ

'হাজের' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সামনে মওজুদ হওয়া অর্থাৎ গায়েব না হওয়া।

আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী আল শুকরী আল কাইয়ূমী (ওফাত ৭৭০ হিঃ) 'আল মিছবাহুল মুনীর" নামক কিতাবে ১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেনঃ

حاضر–حضرة مجلس القاضى (حضورا) من باب قعد شهدته و(حضر) الغائب (حضورا) قدم من غيبته.

অর্থাৎ হাজের শব্দের অর্থ কাজীর মজলিসে উপস্থিত হওয়া, অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যাওয়া।

সার কথা হলো হাজের ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতিকে বলে যার একটি শরীর বা দেহ রয়েছে। যে এক সময় উপস্থিত হতে পারে অন্য সময় অনুপস্থিত ও থাকতে পারে। সুতরাং যার দেহ বা শরীর নেই যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাকে প্রকৃত অর্থে হাজের বলা যায় না।

অনুরূপ নাজের শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চক্ষু দ্বারা দেখা। পূর্বোল্লেখিত "আল মিছবাহুল মুনির নামক কিতাবের ৬১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে

الناظر السواد الاصغر من العين الذى يبصربه الانسان شخصه.

অর্থাৎ নাজের শব্দের অর্থ হলো চোখের কাল বর্ণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশ (যাকে পুতুলী বলা হয়ে থাকে) যার সাহায্যে মানুষ ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখে থাকে। সুতরাং যার চক্ষু নেই, যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তাকে প্রকৃত অর্থে নাজের ও বলা যাবে না। হা রূপক অর্থে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে হাজের ও নাজের বলা যাবে। পরবর্তীতে যার বর্ণনা আসতেছে।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হলো, যে পর্যন্ত আমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দৃষ্টি শক্তির আওতায় আসে, ততদুর স্থানের জন্যে আমরা নাজের। আর যত দূর আমাদের ক্ষমতা ভূক্ত, ততদূর স্থানের জন্য আমরা হাজের।

সুতরাং আকাশ পর্যন্ত আমরা নাজের কিন্তু হাজের নই, কারণ আকাশ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতা চলেনা। আবার যে ঘরে কিংবা হুজ্‌রায় আমরা অবস্থান করি, সে ঘরে বা হুজ্‌রায় আমরা হাজের। কারণ তথায় উপস্থিত থাকা আমাদের ক্ষমতার আওতাভূক্ত।

শরীয়তের দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের শব্দের অর্থ হলো যিনি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে একই স্থান থেকে তাঁর পবিত্র দৃষ্টি শক্তি দ্বারা সারা পৃথিবীকে হাতের তালুর ন্যায় দেখতে পান, এবং বিশ্বজগতের সবকিছু যার ক্ষমতার আওতাভূক্ত। যিনি কাছের ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান, কিংবা একই সময়ে সর্বত্র পরিভ্রমন করতে পারেন, করে থাকেন। দূর দূরান্তেসকলের অভাব পূরণে যিনি সক্ষম, তিনিই হাজের ও নাজের। আর ইহা আল্লাহ্‌র পিয়ারা হাবীবের একটি অন্যতম গুণ।

আল্লাহর হাবীব হাজের ও নাজের

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর হাবীব, আমাদের আক্বাও মাওলা মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে হাজের ও নাজের করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا و مبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا.

অর্থা হে নবীঃ (গায়েবের সংবাদদাতা) নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে হাজের নাজের, সুসংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আদেশে আহ্বান কারী এবং উজ্জ্বল সূর্য করে প্রেরণ করেছি (সূরা আহযাব, আয়াত-৪৫)

পবিত্র কোরআন মজিদে এ ধরণের বহু আয়াতে কারীমা রয়েছে যেখানে আল্লাহর হাবীবকে শাহিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ

হলো হাজের ও নাজের। তাছাড়া আল্লাহর হাবীবের নাম সমূহের মধ্যে শাহিদ একটি অন্যতম নাম।

শাহিদ শব্দের অর্থ

আল্লামা ঈমাম রাগেব ইছফাহানী (৫০২ হিং) সুপ্রসিদ্ধ "মুফরাদাত" নামক কিতাবে শাহিদ শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ

الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصراو البصيرة.

অর্থাৎ شهود (শুহুদ) ও شهادة (শাহাদত) এর অর্থ হচ্ছে, ঘটনা স্থলে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সাথে হাজের বা উপস্থিত থাকা)

"আল্‌মনজিদ" নামক অভিধানের ৪০৭ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ

والشهيد الذى لايغيب شئى من علمه الشاهد الذى يخبربما شهده.

অর্থাৎ "সমূহ বস্তুর জ্ঞান যার আছে তাকে শাহীদ (شهيد) বলা হয়ে থাকে। আর যিনি দেখিয়া সাক্ষী দেন তাকে 'শাহিদ' (شاهد) বলা হয়।"

অনুরূপ "ছুরাহ্ মায়া কুরা" ১৩৫ পৃঃ "মিছবাহুললুগাত" ৪৫০ পৃঃ "মিফ্‌তাহুল লুগাত" ৩৯৮ পৃঃ ও ৪২৪ পৃঃ "লুগাতে কেশওয়ারী" ৪১০ পৃঃ ফিরোজুললুগাত ৬৭ পৃঃ "আল্‌কামুছুল মুহীত" ৩৭২ পৃঃ "মিছবাহুল মুনির" ১ম জিল্‌দের ১৪০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি অভিধান গুলোতে "শাহিদ" শব্দের অর্থ হাজের ও নাজের লেখা রয়েছে।

হুজুরপুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত। তাঁর (হুজুরের) রেছালত আম বা ব্যাপক। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ تبرك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا.

অর্থঃ মহান বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর উপাসক (হজরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) এর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি (রাছুলে পাক) সমগ্র জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।

উক্ত আয়াতে করীমায় রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাল্লামের রিছালতের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রাছুল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন, জ্বীন হউক কিংবা মানুষ অথবা ফেরেশ্‌তা হউক অথবা অন্যান্য সৃষ্টি হউক সবই তাঁর (আল্লাহ্‌র হাবীবের) উম্মত।

কেননা আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে আলম (বিশ্ব) বলা হয়। এর মধ্যে সবই শামিল রয়েছে। ফেরেশতাগণকে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না করা, যেমন কেউ কেউ করেছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই আলম বা বিশ্বজগত বলা হয়। সুতরাং "আলম" শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ফেরেশতাগণকে তাতে অন্তর্ভূক্ত না করার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

মুছলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহর হাবীব বলেছেনঃ

ارسلت الى الخلق كافة

অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রাছুল হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) "মিরকাত" নামক কিতাবে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, জ্বীন, ইনছান, ফেরেশতা, পশু-পক্ষী, তরুলতা ইত্যাদি এক কথায় সমস্ত সৃষ্টির জন্য রাছুলে পাককে প্রেরণ করা হয়েছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রঃ) 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবে সবিস্তার লিখেছেন।

উপরোক্ত দলিল সমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সমূহ সৃষ্টির শাহিদ বা সাক্ষী; এবং তিনি উম্মতের যাবতীয় আমল, কাজ, অবস্থা এমন কি আল্লাহ্‌ ও রাছুলকে মনে প্রাণে কে বিশ্বাস করেছে এবং কে করে নাই, কে হেদায়েতের উপর ছিল, কে পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সব কিছু আল্লাহ্‌ পাকের দানকৃত ক্ষমতা বলে দেখতেছেন। (তফছীরে জমল ও আবুছউদ)

আল্লামা আলুছী বাগদাদী (রঃ) তফছীরে "রুহুল মা'যানী" তে "শাহিদ" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

(شاهدا) على من بعثت اليهم تراقب احوالهم وتشاهد اعمالهم

وتتحمل عنهم الشهادة لما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال وتوديها يوم القيامة اداء مقبولا فيما لهم وما عليهم (تفسير روح المعانى صـ٤٥، پاره ٢٢)

অর্থাৎ আপনাকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন, তাদের আমল বা কর্মতৎপরতা দেখবেন এবং এদের মধ্যে কে আপনার প্রতি ঈমান আনল, আর কে আপনার প্রতি ঈমান আনে নাই, তাদের হেদায়েত ও গোমরাহী জীবনের সব কিছুই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আপনিই হবেন। কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বস্বীকৃত মকবুল সাক্ষী হিসেবে সেই সাক্ষ্য দিবেন। (তফছীরে রুহুল মায়ানী ২২ পারা ৪৫ পৃঃ)

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) তাঁর স্বরচিত "তাফছিরে আজিজী" নামক কিতাবে ويكون الرسول عليكم شهيدا

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

يعنى وباشد رسول شما برشماگواه زيراكه او مطلع است به نور نبوت به رتبه هرمتدين بدين خودكه دركدام درجه ازدين من رسيده وحقيقت ايمان او چيست وحجابى كه بدان از ترقى محجوب مانده است كدام است پس او ميشناسد گناهان شمارا ودرجات ايمان شمارا واعمال نيك وبدشمارا واخلاص ونفاق شمارا ولهذا شهادت اودردنيا بحكم شرع درحق امت مقبول وواجب العمل است.

অর্থাৎ "রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তোমাদের সাক্ষী হবেন, এজন্য যে তিনি স্বীয় নবুয়তের আলোকে প্রত্যেক দ্বীনদার বা ধর্ম পরায়ন ব্যক্তির ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। কোন ব্যক্তি ধর্মের কোন স্তরে পৌঁছেছেন, তার ঈমানের হাকীকত কি, এবং তাঁর পরলৌকিক উন্নতির পথে অন্তরায় কি, সব কিছুই তিনি জানেন।

সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তোমাদের পাপরাশি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাদের ঈমানের স্তর, তোমাদের নেক ও বদ বা ভাল মন্দ কার্যাবলী এবং তোমাদের এখলাছ বা বিশুদ্ধ নিয়ত ও তোমাদের নেফাক বা কপটতা সম্পর্কে অবগত আছেন। এজন্যইতো পৃথিবীতে উম্মতের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁর সাক্ষ্য শরীয়তের বিধান মতে মকবুল বা গ্রহণীয় এবং অবশ্যই পালনীয়।"

তাফছীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ

هذا مبنى على تضمين الشهيد معنى الرقيب والمطلع فعدى تعديته والوجه فى اعتبار تضمين الشهيد الاشارة الى ان التعديل والتزكية انما يكون عن خبرة ومراقبة بحال الشاهد.... ومعنى شهادة الرسول عليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه وحقيقته التى هو عليها من دينه وحجابه الذى هوبه محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة ايمانهم واعمالهم وحسناتهم وسياتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق وامته يعرفون ذلك من سائر الامم بنوره عليه الصلاة والسلام.

অর্থাৎ "এটা এ কারণেই যে, আয়াতে উল্লেখিত 'শাহিদ' শব্দটি রক্ষণাবেক্ষণকারী ও অবগত হওয়া কথাটা ও অন্তর্ভূক্ত করে এবং এ অর্থ দ্বারা একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দের সাক্ষ্য প্রদান তখনই সম্ভবপর হবে, যখনই সাক্ষী উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যকরূপে ওয়াকিফহাল হয়।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম (কেয়ামতের দিন মুছুলমানদের) সাক্ষী দেওয়ার অর্থ এই যে, তিনি (আল্লাহর হাবীব) প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তার ঈমানের হাকীকত কি এবং তাঁর দ্বীনের উন্নতির পথে অন্তরায় কি, সব কিছুই তিনি জানেন।

সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তাদের (উম্মতের)

পাপরাশি ও ঈমানের স্তর সমূহ ভাল-মন্দ আমল বা কার্যাবলী এবং কার নিয়ত শুদ্ধ, কে মুনাফিক খোদা প্রদত্ত নূরের সাহায্যে অবগত আছেন। এবং আল্লাহ্র হাবীবের উম্মতগণ ও তাঁর নূরের সাহায্যে ঐ সমস্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।"

আল্লাহ্ পাকের এরশাদঃ

فكيف اذا اجئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هوءلاء شهيدا.

"তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি (আল্লাহ্ তা'য়ালা) প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব, এবং হে মাহ্বুব! আপনাকে সে সমস্ত সাক্ষীদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে আনয়ন করবো।"

এরূপ আয়াত সমূহে নিম্মোক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের উম্মতগণ আরজ করবে; আল্লাহ্ আপনার নবীগণ আপনার নির্ধারিত বিধি-বিধান আমাদের নিকট পৌছাননি। পক্ষান্তরে নবীগণ আরজ করবেনঃ আমরা আল্লাহ্র অনুশাসন সমূহ পৌছিয়েছি। নবীগণ নিজেদের দাবীর সমর্থনে সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মোহাম্মদী কে পেশ করবেন।

উনাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি উথাপন করে বলা হবেঃ আপনারা সে সব নবীদের যুগে ছিলেন না। আপনারা না দেখে কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন? তাঁরা তখন বলবেন; আমাদেরকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছিলেন। তখন হুজুর আল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তিনি (আল্লাহ্র হাবীব) দুটো বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

এক. নবীগণ আলাইহিছ ছালাম শরীয়তের বিধানাবলী প্রচার করেছেন।

দুই. আমার উম্মতগণ সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত। সুতরাং মুকাদ্দমা এখানেই শেষ। সম্মানিত নবীগণের পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

লক্ষ্যনীয় যে, যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম পূর্ববর্তী নবীগণের তাবলীগ ও স্বীয় উম্মতের ভবিষ্যতের অবস্থা স্বচক্ষে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবলোকন না করতেন, তা'হলে তাঁর সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন আপত্তি উথাপিত হল না কেন; যেমনি ভাবে তাঁর উম্মতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে আপত্তি উথাপিত হল?

সুতরাং আল্লাহ্‌র হাবীবের সাক্ষ্য হবে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, আর উম্মতের সাক্ষ্য হবে শ্রুত বিষয়ের সাক্ষ্য।

উপরে বর্ণিত দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে শাহিদ শব্দের অর্থ হলো হাজের ও নাজের। আর সাক্ষীকে এজন্যই শাহিদ বলা হয়, যেহেতু সাক্ষী সচক্ষে অবলোকনের মাধ্যমে যেই জ্ঞান রাখে, তা বর্ণনা করে থাকে।

অতএব নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম দুনিয়াতে হাজের ও নাজের এবং কিয়ামতে উম্মতের আমলের ব্যাপারে হবেন সাক্ষী। এজন্যই শাহিদ শব্দের অর্থ কেউ লিখেছেন হাজের ও নাজের আবার কেউ লিখেছেন সাক্ষী। উভয় অর্থই শুদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'য়ালাকে হাজের ও নাজের বলা যাবে কি না?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কে প্রকৃত অর্থে হাজের ও নাজের বলা যাবে না কেননা হাজেরও নাজের হওয়ার জন্য দেহ ও চোখের প্রয়োজন। যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন

ليس كمثله شئى.

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুর মিছাল বা তুল্য নহেন।

হুজ্জাতুল ইছলাম আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) এহ ইয়ায়ে উলুমুদ্দিন নামক কিতাবের ১ম জিল্দের ৫৩ পৃঃ লিখেছেনঃ

وانه ليس بجسم مصور ولاجوهر محدود مقدر وانه لايماثل الاجسام لامى "تقدير ولافى قبول الانقسام وانه ليس بجوهر ولاتحله الجوهر ولايعرض ولاتحله الاعراض بل لايماثل موجودا ولايماثله موجود

ليس كمثله شئى ولاهو مثل شئ وانه لايحده المقدار ولا تحويه الاقطار ولاتحيط به الجهات ولاتكشفه الارضون ولاالسموات وانه مستو على العرش على الوجه الذى قاله الخ.

অর্থাৎঃ- আল্লাহ্ অশরীরী নিরাকার, পরিমাণ শূন্য, সাদৃশ্যহীন, তকদীরহীন, অবিভাজ্য, অনুপরমাণু শূন্য, তাঁর দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত নেই, কোন জিনিষ দ্বারা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না, তিনি কোন জিনিসের তুল্য নহেন, তাঁর ন্যায় আর কিছুই নেই। তিনি কোন জিনিষের ন্যায় নহেন। তিনি পরিমাণের ভিতর সীমাবদ্ধ নহেন, কোন স্থানের ভিতর তিনি নিবদ্ধ নহেন, কোন দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারেনা। আসমান ও জমীন তাঁকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। তিনি পরিশ্রম, বিশ্রাম, স্থিতি, স্থান পরিবর্তন হতে মুক্ত।

অতএব আল্লাহ্ পাক যেহেতু নিরাকার, অশরীরি বিধায় তাঁর ছিফতবা গুণ হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে হাজের হতে পারে না।

রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর শরীর মোবারক রয়েছে, বিধায় হুজুরে পাকের ছিফত বা গুণ প্রকৃত অর্থে হাজের।

আল্লাহ্ পাক "মুহিত" (সর্বত্র বিরাজমান) সশরীরে নয় বরং ইলিম ও কুদরতে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইলিম ও কুদরত সর্বত্র হাজের রয়েছে।

হ্যাঁ এ হিসাবে আল্লাহ্ পাককে মজাজী বা রূপক অর্থে হাজের বলা যেতে পারে, হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে নয়। প্রকৃত অর্থে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হাজের।

আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এই ইযায়ে উলুমিদ্দীন নামক কিতাবের ১ম জিলদের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

يرى من غير حدقة واجفان ويسمع من غير ضمخة واذان كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارخة ويخلق بغير آلة اذلاتشبه صفاته صفات الخلق كما لاتشبه ذاته ذات الخلق.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ আল্লাহ পাক চক্ষু ব্যতীত দেখেন, কর্ণ ব্যতীত শুনেন, দেল ব্যতীত জ্ঞান রাখেন, হস্ত ব্যতীত ধরেন এবং যন্ত্র ব্যতীত সৃষ্টি করেন। তাঁর গুণ সৃষ্টির গুণের তুল্য নহে। সেরূপ তাঁর অস্তিত্ব, সৃষ্টির অস্তিত্বের তুল্য নহে।

মোট কথা হলো, আল্লাহর ছিফত বা গুণ "বাছীর" অর্থাৎ আল্লাহ পাক চক্ষু ছাড়াই নিজস্ব ক্ষমতা বলে দেখেন। রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহ্ পাক চক্ষু মোবারক দান করেছেন, তিনি আল্লাহ্র দানকৃত ক্ষমতা বলে চক্ষু দ্বারা দেখেন।

সুতরাং হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম "নাজের"। হ্যাঁ মজাজী বা রূপক অর্থে আল্লাহ্ পাক কে ও নাজের বলা যেতে পারে, হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে নয়।

যেমন বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শাহ অলি উল্লাহ (রঃ) তাঁর লিখিত "আলকাউলুল জামীল" নামক কিতাবের মধ্যে জিকির ও মোরাকাবার পদ্ধতি বয়ান করতে গিয়ে লিখেছেনঃ-

فیتلفظ السالك الله حاضری الله ناظری الله معی اویتخیل فی الجنان ثم یتصرف حضوره تعالی ونظره ومعیته تصورا جیدا مستقیما مع تنزیهه عن الجهة والمكان حتی یستغرق فی هذا التصور.

অর্থাৎ "যারা বায়আতে রাছুলের মাধ্যমে তরীকতে দাখিল হয়েছেন, এ ধরণের ছালেক ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করে বলবে, আল্লাহ হাজেরী, আল্লাহ নাজেরী, আল্লাহ মায়ী অথবা উচ্চারণ ব্যতিত শুধুমাত্র অন্তর দ্বারা খেয়াল করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা হাজের আছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা দেখতেছেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা সঙ্গে আছেন, একাগ্রচিত্তে খেয়াল করতে থাকবে।

অবশ্য অন্তরে মজবুতভাবে একীন রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক স্থান কাল হতে পবিত্র।"

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হলো যে, আল্লাহ্ পাককে হাজের ও নাজের বলা যাবে কিন্তু আল্লাহ্ পাক যেহেতু

অশরীরী, নিরাকার, বিধায় আল্লাহ্ তা'যালা সশরীরে হাজের এবং চক্ষু দ্বারা নাজের নহেন। ববং আল্লাহ পাকের ইলিম ও কুদরত সর্বত্র হাজের রয়েছে। এবং নিজ কুদরতে আল্লাহ্ পাক চক্ষু ব্যতীত দেখতেছেন। ঈমান রাখতে হবে।

"মাতালিউল মুসাররাত শরহে দালাইলুল খাইরাত" নামক কিতাবে লেখা রয়েছেঃ

قد قال الاشعری انه تعالی نور لیس كالانوارو روح النبویة القدسیة لمعة من نوره والملئكة شرر تلك انوار وقال صلی الله علیه وسلم اول ما خلق الله نوری ومن نوری خلق كل شئی وغیره مما فی معناه.

অর্থাৎ আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের (আকাঈদের) ইমাম আল্লামা আবুল হাসান আশয়ারী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন এক নূর, যার উদাহরণ বা মিছাল নেই, এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পাক রুহ মোবারক সেই নূরের (আল্লাহ্র নূরের) চমক বা জ্যোতি; এবং ফেরেশতাগণ সেই নূরের ঝরাফুল সমূহ মাত্র। এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেন আল্লাহ সর্ব্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা আমার নূর; সমূদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।

মোট কথা হলো, আল্লাহ্ পাক 'নূরে মুজাররাদ' এবং রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম 'নূরে মুজাচ্ছাম'। আল্লাহ্ পাক লাল, কাল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রং হতে ও পবিত্র। এক কথায় বুঝে নিতে হবেঃ

কল্পনাতে যাহা আসে তাহা যে নশ্বর,
কল্পনাতে নাহি আসেন তিনি খোদা নিরন্তর।

আল্লাহর হাবীব মুমিনদের ঘরে ও মসজিদ সমূহে হাজের

ইসলামী বিধান হলো যখন কোন মুছলমান মসজিদে বা খালি ঘরে (যে ঘরে কোন লোক নেই) প্রবেশ করবে তখন প্রথমেই নবীজীকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছালাম দিবে। অর্থাৎ সে বলবে আছছালামু আলাইকা আইউ হান নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। কেননা আল্লাহর হাবীব তথায় উপস্থিত রয়েছেন।

আল্লামা কাজী আবুল ফজল আয়াজ (রঃ) তার লিখিত "শিফা শরীফ" ২য় জিলদের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

قال ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام على النبى ورحمة الله وبركاته.

অর্থাৎ তিনি (বিশিষ্ট তাবেয়ী আমর ইবনে দিনার) বলেন যদি ঘরে কোন লোক না থাকে তখন বলবে আছালামু আলান্ নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারা কাতুহু।

এর ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) "শরহেশিফা নামক কিতাবের ৩য় জিলদের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

لان روحه عليه السلام حاضرة فى بيوت اهل الاسلام.

অর্থাৎ মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে মুছলমানদের খালি ঘরে এজন্যে ছালাম দিবে যে, আল্লাহর হাবীবের পবিত্র রুহ মোবারক প্রত্যেক ঈমানদারের ঘরে ঘরে হাজের রয়েছেন।

অনুরূপ রাছুলে পাকের বিশিষ্ট ছাহাবী ও ফকীহ্ হজরত আল্‌কামা (রাঃ) হতে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছেঃ

عن علقمة اذا دخلت المسجد اقول السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

অর্থাৎ "হজরত আল্‌কামা (রাঃ) বলেন যখন আমি মছজিদে প্রবেশ করি তখন আমি বলি "আছ্ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। (শিফা শরীফ)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও তা'বেঈনদের আক্বীদা ছিল আল্লাহ্‌র হাবীব প্রত্যেক মু'মিনদের ঘরে ও মছজিদ সমূহে হাজের আছেন।

আল্লাহর হাবীব নামাজীদের নিকটে ও হাজের

রাছুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বিশ্বের সর্বত্র সর্বক্ষণ হাজের ও নাজের, যা ইতিপূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। সেহেতু নামাজের মধ্যে যখন তাশাহ্হুদে নবীজীকে ছালাম দেওয়া হয়, তখন নামাজীগণ এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখবে যেন আল্লাহর হাবীব তাদের সামনে হাজের রয়েছেন তাদের ছালাম নিজ কান মোবারক দ্বারা শুনতেছেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) "এহ্ইয়াউল উলুম" কিতাবের ১ম জিলদের ৯৯ পৃষ্ঠায় নামাজের বাতেনী শর্তাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

واحضر فى قلبك النبى صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته.

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা তাঁর পবিত্র সত্ত্বা বা ছুরতকে নিজ অন্তরে হাজির করবেন ও বলবেন, আস সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকতের অমৃত ধারা বর্ষিত হউক।)

অনুরূপ 'দূররুল মুখতার, নামক কিতাবের প্রথম জিল্‌দের কাইফিয়াতুছ্ ছালাত' অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছেঃ

ويقصد بالفاظ التشهد الانشاء لا الاخبار

অর্থাৎ "নামাজে আত্তাহিয়াত বা 'তাশাহুদ' এর শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময় নামাযীর এ নিয়ত থাকা চাই যে, কথা গুলো যেন তিনি নিজেই বলতেছেন, খবর পরিবেশন করার জন্য নয়।"

এর ব্যাখ্যায় রদ্দুল মুহতার ১ম জিলদের ৫১০ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছেঃ

كانه يحى الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه واوليائه

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "নামাজী যেন আপন প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতি ছালাম আরজ করছেন। এবং নিজের নফছ ও আউলিয়াদের প্রতিও।"

এ ইবারতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রুদ্দুল মুহ্তার বা 'ফতওয়ায়ে শামী'তে উল্লেখ রয়েছেঃ

اى لايقصد الاخبار والحكاية عماوقع فى المعراج منه صلى الله عليه وسلم ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام. صـ٥١٠، جـ١

অর্থাৎ "তাশাহ্হুদ পাঠের সময় নামাজীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধুমাত্র মি'রাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে, যে সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও ফেরেশ্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এর বাক্যগুলোই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়ত হবে ছালাম যেন নিজেই আল্লাহর হাবীবের দরবারে পেশ করছেন।"

উপরোক্ত এবারতের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, আল্লাহ্র হাবীব নামাজীদের নিকট হাজের সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে হাজের খেয়ালে ছালাম পেশ করবেন।

"আশ্ আতুল লুমআত" গ্রন্থের কিতাবুছ্ ছালাত এর 'তাশাহুদ' আধ্যায়ে আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহভী (রাঃ) বলেছেনঃ

بعضے ازعرفا گفته اندكه اين خطاب بجهت سريان حقيقت محمد يه است درذرائر موجودات وافراد ممكنات پس آنحضرت درذات مصليان موجود وحاضر است پس مصلى بايدكه ازيں معنى آگاه باشد وازيں شهود غافل نبود تابانوارقرب واسرار معرفت متنور وفائض گردد.

অর্থাৎ কোন কোন 'আরিফ' ব্যক্তি বলেছেন-'তাশাহুদে' 'আছ্ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ' বলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

ছাল্লামকে সম্বোধন করার রীতি এ জন্যই প্রচলন করা হয়েছে যে, 'হাকীকতে মুহাম্মদীয়া' সৃষ্টি কুলের অনুপরমাণুতে, এমন কি সম্ভব পর প্রত্যেক কিছুতেই ব্যাপৃত।

সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম জাতে মুছাল্লী বা নামাজীদের সত্বার মধ্যে মওজুদ ও হাজের আছেন। নামাজী এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী না হওয়াই বাঞ্চনীয়, যাতে নামাজী নৈকট্যের নূর লাভে ও মা'রেফাতের গুপ্ত রহস্যাবলি অর্জনে সফলকাম হতে পারে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভীর (রাঃ) লিখিত "তাহছিলুল বারাকাত" নামক কিতাবে "আত্তাহিয়াত" এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছেঃ

"তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক নাফহম বা অবুঝ বক্তিগণ বলে থাকেন যে, "আত্তাহিয়াত" আছ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ" বলে আল্লাহ্র হাবীবকে উপস্থিত সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এতে বুঝা যায় আল্লাহ্র হাবীব হাজের ও মওজুদ রয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর হাবীব এখানে কোথায় হাজের ও মওজুদ আছেন?

এ খেতাব বা সম্বোধনের কি অর্থ হতে পারে? এর উত্তরে কেহ কেহ বলেন, "এ সম্বোধন এজন্য যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর দরবারে হাজের ও মওজুদ। সুতরাং মি'রাজ শরীফের অলৌকিক ঘটনা কে স্মরণ করার জন্য নামাজে আছ্ছালামু আলাইকা বলার বিধান রয়েছে।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ওফাত শরীফের পরে কিছু সংখ্যক ছাহাবী নামাজে "আত্তাহিয়াত" পড়ার সময় সম্বোধন সূচক শব্দ পরিত্যাগ করতঃ

السلام على النبى ورحمة الله وبركاته

বলতে শুরু করেন। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী তাদের এ পরিত্যাগ করাকে গ্রহণ করেন নাই বরং

pdf By Syed Mostafa Sakib

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

বলে পূর্বের ন্যায় সম্বোধন সূচক শব্দাবলী দ্বারাই ছালাম পেশ করতে থাকলেন। এবং মজহাবের ইমামগণ ইহাকে অক্ষুন্ন রাখলেন। পক্ষান্তরে জমহুর ছাহাবায়ে কেরাম এর উপর ইজমা বা একমত পোষণ করেছেন।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এবং উরাফায়ে এজাম এর জওয়াবে বলেনঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জাতে করীমা হাকীকতের দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টিতে হাজের ও মওজুদ রয়েছেন। এ জন্যই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নামাজীর নিকট হাজের ও শাহিদ রয়েছেন। এবং সম্বোধন বাক্যে হুজুরে পাককে এজন্য উপস্থিত ছালাম পেশ করা হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ্‌র হাবীব হাকীকতে শাহিদ, মশহুদ, হাজের ও মওজুদ আছেন।

(অতঃপর তিনি বলেন) ছহীহ্ হাদীছ সমূহে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র হাবীব এরশাদ করেছেন যে, যদি কোন ঈমানদার আল্লাহর হাবীবের দরবারে ছালাম পেশ করেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজেই এ ছালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই, সকলই এ ব্যাপারে একমত পোষন করেছেন।

(তিনি আরও বলেন) আমাদের নিকট হক এবং ছহীহ মত হলো, আল্লাহ্‌র হাবীব প্রত্যেকের ছালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। চাহে রওজাপাকের নিকট হুজুরী দিয়ে ছালাম পেশ করে থাকুক অথবা নামাজে "তাশাহদ" পাঠ কালে ছালাম পেশ করুক অথবা নামাজ ছাড়াই যে কোন স্থান থেকে আল্লাহর হাবীবের প্রতি ছালাম পেশ করে থাকুক না কেন, প্রত্যেকের ছালামের জওয়াব আল্লাহর হাবীব দিয়ে থাকেন। এ ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে দান করেছেন।

কেহ কেহ বলে থাকেন রওজা পাকের নিকটে হাজেরী দিয়ে যারা ছালাম পেশ করে থাকেন, তাদের ছালাম আল্লাহর হাবীব নিজেই শুনতে পান, এবং তৎক্ষণাতই জওয়াব দিয়ে থাকেন। এবং অন্যান্য

লোকের ছালাম ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর হাবীবের দরবারে হাজের করে থাকেন এবং ঐ সময় আল্লাহর হাবীব ঐ ছালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। তাদের এ দাবীর সপক্ষে দলিল পেশ করে বলেন, আল্লাহ পাক এক জমায়াত ফেরেশ্‌তাদেরকে মকাররর বা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাঁদেরকে "মালাইকায়ে ছাইয়াহীন' বলা হয়। তাঁদের কাজ হলো যাঁরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতি ছালাম পেশ করে থাকে, তাদের এ ছালামকে আল্লাহ্‌র হাবীবের দরবারে পৌছিয়ে দিয়ে থাকেন। ছহীহ্ হাদীছ সমূহে এ ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) ইহার জওয়াব দিয়ে বলেনঃ

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের এ অর্থ নয় যে, আল্লাহ্‌র হাবীব উম্মতের ছালাম নিজে নিজে শুনতে পান না, আল্লাহ্‌র হাবীব নিজেই ছালাম শুনে থাকেন এবং হুজুরে পাকের খেদমতে ফেরেশ্‌তাগণ ছালাম পেশ করে ও থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এক জমায়াত ফেরেশতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দার জিকির আজকার, ভালমন্দ কথা বার্তা ও নেক আমল শ্রবণ করে, আল্লাহর দরবারে পেশ করেন।

তখন কি কোন ব্যক্তি বলতে পারবে যে, আল্লাহর দরবারে ফেরেশতাদের দ্বারা যে জিকির আজকার ও ভাল কথা বার্তা পৌছা হয়ে থাকে। সেগুলি আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশতাদের পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়া শুনতে পান না। (নাউজুবিল্লাহ) বরং নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক নিজেই শুনতে পান, এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে ও জিজ্ঞেস করে থাকেন, যেন আল্লাহর বান্দার নেক আমলের উপর ফেরেশ্‌তাগণ সাক্ষী হয়ে যান।

ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ পাক হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরবারে দূরুদ শরীফ ও ছালাম পৌছিয়ে দেওয়ার জন্যে এক জমায়াত ফেরেশ্‌তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র হাবীবের দরবারে এ তুহ্‌ফা নিয়ে হাজের হয়ে থাকেন, যেন ঐ ফেরেশ্‌তাগণ উম্মতের ছালাম পেশ ও দূরুদ শরীফ পাঠের সাক্ষী হয়ে যান। সার কথা হলো আল্লাহর

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাবীবের দরবারে ফেরেশ্‌তাগণ দূরুদ ও ছালামের সংবাদ পৌছিয়ে দিয়ে থাকেন, এবং আল্লাহ্‌র হাবীবও আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে ঐ দূরুদ ও ছালাম নিজেই শুনে থাকেন।

যেমন "দালাইলুল খায়রাত" নামক কিতাবের খুৎবায় হজরত উমর (রাঃ) থেকে একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت صلوٰة المصلين عليك

ممن غاب عنك ومن ياتى بعدك ما حالهما عندك فقال اسمع صلوٰة

اهل محبتى واعرفهم وتعرض على صلوٰة غيرهم عرضا.

অর্থাৎ "হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ আপনার থেকে দূরে অবস্থানকারী ও পরবর্তীকালে ধরাধামে আগমন কারীদের দূরুদ শরীফ পাঠ আপনার দৃষ্টিতে কি রকম হবে? ইরশাদ করেনঃ অন্তরে মহব্বত সহকারে দূরুদশরীফ পাঠকারীদের দূরুদ আমি নিজেই শুনে থাকি এবং তাদেরকে ও চিনি। আর যাদের অন্তরে আমার মহব্বত বা ভালবাসা নেই, তাদের দূরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।"

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌র হাবীব উম্মতের ছালাম নিজেও শুনেন এবং ফেরেশতাগণ ও আল্লাহ্‌র হাবীবের দরবারে পৌছিয়ে দিয়ে থাকেন। ইতিপূর্বে ইহার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) স্বরচিত "মাদারেজুন নবুয়াত" কিতাবের ৭৮৬/৭৮৭ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

ذکر کن اورا ودرود بفرست بروے صلی اللہ علیہ وسلم وباش درحال

ذکر گویا حاضر است پیش تو درحالت حیات ومی بینی تو اورا متادب

باجلال وتعظیم وہمت وحیاء بدانکہ وے صلی اللہ علیہ وسلم می بیند

ومی شنود کلام ترازیراکہ وے متصف است بصفات اللہ تعالی ایکے

ازصفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی.

অর্থাৎ "হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে স্মরণ করুন, তাঁর প্রতি দূরুদ পেশ করুন। আল্লাহর হাবীবের জিকির করার সময় এমনভাবে অবস্থান করুন, যেন তিনি আপনার সামনে জীবিতাবস্থায় হাজের আছেন, আর আপনি তাঁকে দেখতেছেন।

আদব, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে ভীত ও লজ্জিত থাকুন এবং এ ধারণা পোষন করবেন যে, হুজুর পুর নূর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আপনাকে দেখতেছেন, আপনার কথাবার্তা শুনতেছেন। কেননা তিনি খোদার গুণাবলিতে গুণান্বিত। আল্লাহ্‌র একটি গুণ হচ্ছে- আমি (আল্লাহ) আমার জিকির কারীদের সঙ্গে সহাবস্থান করি।"

উল্লেখ্য যে আল্লাহ্‌ পাক জিকিরকারীদের সংগে আছেন, এর অর্থ হল আল্লাহর রহমত জিকিরকারী ছালেকীনদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহর হাবীব হাজির থাকার অর্থ হলো তিনি জিকিরকারী উম্মতের প্রতি মহব্বত ও শাফায়াতের দৃষ্টি করেন অথবা নিজেই হাজির হয়ে বরকত প্রদান করেন।

হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম দেখার জন্য আসার প্রয়োজন নাই বরং একই স্থানে অবস্থান করে সারা বিশ্বজগৎ দেখতেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখতে থাকবেন।

আল্লার হাবীব সারাবিশ্বে সশরীরে পরিভ্রমণ করে থাকেন

আল্লামা ঈছমাঈল হক্কী বরুছবী (রঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবে সূরায়ে মুলুকের শেষের দিকে বর্ণনা করেন যে,

قال الامام الغزالى رحمة الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار

فى طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رآه كثير

من الاولياء.

অর্থাৎ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী (রঃ) বলেন-আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে এই এখতিয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে, তিনি ছাহাবায়ে কেরামদের রুহ মোবারকগণকে নিয়ে সারাবিশ্বে পরিভ্রমণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁকে দেখেন।

অনুরূপ মুফতীয়ে বাগদাদ আল্লামা আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন ছৈয়দ মাহমুদ আল আলুছী বাগদাদী (রঃ) তাঁর লিখিত "তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী" ৮ম খন্ড ৩৬ পৃষ্ঠা "খাতামুন নাবীঈন" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন।

واستحسنه الجلال السيوطى وقال : بعد نقل احاديث واثار مانصه فحصل من مجموع هذا الكلام النقول والاحاديث ان النبى صلى الله عليه وسلم حى بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث شاء فى اقطار الارض وفى الملكوت وهو بهيئته التى كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شئى وانه مغيب عن الابصار كما غيبت الملائكة مع كونهم احياء باجسادهم فاذا اراد الله تعالى رفع الحجاب عمن اراد اكرامه برؤيته رأه على هيئته التى هو عليه الصلاة والسلام عليها لامانع من ذالك ولا داعى الى التخصيص برؤية المثال. وذهب رحمه الله تعالى الى نحو هذا فى سائر الانبياء عليهم السلام فقال انهم احياء ردت اليهم ارواحهم بعد ماقبضوا واذن لهم فى الخروج من قبورهم والتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى.

অর্থাৎ নবম শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) বহু সংখ্যক হাদীছ এবং আছার দলীল রূপে নকল করে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, যার সারমর্ম হলো এইঃ

নিশ্চয় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সশরীরে জীবিত রয়েছেন। তাঁর তছররুপ করার ক্ষমতা ও রয়েছে।

প্রকারান্তরে ওফাত শরীফের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই

অপরিবর্তনীয় অবস্থায় তিনি আছমান ও জমীনের যে স্থানে ইচ্ছা পরিভ্রমণ করে থাকেন (আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে এক্ষমতা দান করেছেন।

ফেরেশ্‌তাগণ যে ভাবে আমাদের নিকটে সশরীরে জীবিত থাকা সত্বে ও আমরা দেখতে পারতেছিনা, ঠিক তদ্রুপভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও আমাদের নিকট সশরীরে (জিছমে লতীফে) মওজুদ আছেন আমরা দেখতে পারতেছি না, যেহেতু আমাদের চোখে পর্দা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবের দর্শন দিয়ে যাঁকে সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর চোখের পর্দা উঠিয়ে নেন, যার ফলে সে আল্লাহ্‌র হাবীবকে পূর্বের ন্যায় হাকীকী ছূরতে দেখিয়া থাকে। ইহাতে কেহ বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে না। এমন কি ছূরতে মিছালীর ও কোন প্রয়োজন হয় না।

আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) সকল নবী সম্বন্ধে এ মত পোষন করেন।

অতঃপর তিনি বলেন সমস্ত নবীগণ সশরীরে জীবিত রয়েছেন। নবীগণের ওফাত শরীফের পর (দেহ মোবারক হতে রুহ মোবারক পৃথক হওয়ার পর) তাঁদের রুহ মোবারকগণকে পূনরায় (অল্পক্ষণের মধ্যে) তাঁদের দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (পূর্বে যেরূপ ছিলেন সশরীরে জিন্দা, এখন ও আছেন সশরীরে জিন্দা)

সকল নবীগণকে তাঁদের রওজা শরীফ হতে সশরীরে বাহির হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এবং আছমান ও জমীনের সর্বত্র পরিভ্রমন করে তছররুপ করার ক্ষমতা ও প্রদান করা হয়েছে।

তাফছীরে রুহুল মা'য়ানীর উপরোক্ত এবারতটুকু আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) এর স্বরচিত "আলহাবী লিল্‌ফাতাওয়া" নামক কিতাবের ২য় জিলদের ২৬৬ পৃষ্ঠায় হুবহু উল্লেখ রয়েছে।

জারকানী শরীফের ১ম জিল্‌দের ৮ম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছেঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

انه لايمتنع رؤيته ذاته عليه السلام بجسده وروحه وذلك لانه وسائر الانبياء صلى الله عليه وسلم ردت اليهم ارواحهم بعد ماقبضوا واذن لهم فى الخروج من قبورهم للتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى انتهى.

অর্থাৎ আল্লামা ইমাম জারকানী (রঃ) বলেন, নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে সশরীরে দৃষ্টি গোচর হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ তাঁর এবং সমস্ত নবীগণের রুহ মোবারক কবজ করার কিছুক্ষণ পরে তাঁদের দেহ মোবারকে আবার রূহ মোবারক ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এবং আছমান ও জমীনের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তাঁদেরকে রওজা শরীফ হতে বর্হিদেশে যাতায়াত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) তাঁর লিখিত "আশিয়াতুল লুময়াত" শরহে মিশকাত তৃতীয় খন্ড ৬৪০ পৃষ্ঠায়

من راني فقد راي الحق

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, গাউছুল আজম হজরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) জাগ্রত অবস্থায় ওয়াজ মাহফিলে নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে দেখতে পাইতেন।

এরূপ অসংখ্য প্রমাণ বহু কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অগণিত আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ্‌র হাবীবের বারং বার সাক্ষাৎ লাভ হত।

আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) তাঁর লিখিত "আল্‌হাবী লিল্‌ফাতাওয়া" নামক কিতাবের ২য় জিল্‌দের ১৫৩ পৃষ্ঠা "আম্‌বাউল আজ্‌কিয়া ফি হায়াতিল আম্বিয়া" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেনঃ

النظر فى اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد فى اقطار الارض لحلول البركة فيها وحضور جنازة من مات من صالح امته فان هذه الامور من جملة اشغاله فى البرزخ

كما وردت بذلك الاحاديث والاثار.

অর্থাৎ হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের এ দুনিয়াতে পাঁচটি কাজ রয়েছেঃ

(১) উম্মতের আমলের প্রতি নজর বা দৃষ্টি রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাবীব উম্মতের আমল দেখতেছেন।

(২) উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হাবীব ইছ্‌তেগ্‌ফার করেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাবীব আল্লাহ্‌র দরবারে উম্মতের গুণাহের মাফি চাহিতেছেন।

(৩) উম্মত যেন গুণাহের কারণে বলা মুছিবতে পতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করতেছেন।

(৪) আল্লাহ্‌র বরকত প্রদান করতেছেন।

(৫) নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাজাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

এগুলোই হচ্ছে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সখের কাজ। হাদীছ ও আছার থেকে এসব কাজের সমর্থন পাওয়া যায়।"

উপরে বর্ণিত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আর একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌র হাবীব যেহেতু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁর ওফাত শরীফ বা রুহ মোবারক কবজ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁর রুহ মোবারককে দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের যেমনি ছিলেন সশরীরে জিন্দা এখন ও তদ্রুপ সশরীরে জিন্দা রয়েছেন। এজন্যই তিনি হায়াতুন্‌নবী অর্থাৎ সশরীরে জিন্দা আছেন। এছাড়া ও আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে সশরীরে কবরশরীফ হতে বহিঃর্দেশে যাতায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন যেন তিনি আছমান জমিনের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতে পারেন।

আল্লাহর ওলিগণ এক মুহূর্তে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণ করতে পারেন

খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শুধু নবী রাছুলগণই নন বরং আউলিয়ায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেরামগণ ও বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এক মুহূর্তে পরিভ্রমণ করতে পারেন। এ ক্ষমতা আল্লাহ পাক আউলিয়ায়ে কেরামদেরকেও দান করেছেন। এ প্রসংগে ফেকাহ্ শাস্ত্রের মাত্র একটি মাছআলাই আলোচনা করব। যেমন ফকীহগণ বলেন, স্বামী যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে থাকে, আর স্ত্রী থাকে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তে। এমতাবস্থায় স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল এবং স্বামী সেই সন্তানটি তার বলে দাবী করল। তখন সন্তানটি তারই সাব্যস্ত হবে।

যেমন "ফত্ওয়ায়ে শামী" পূরাতন ছাপা ৩য় খন্ডের ৪২৫ পৃষ্ঠা এবং নূতন ছাপা ৪র্থ খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ

وطى المسافة منه لقوله عليه الصلوة والسلام "زويت لى الارض"

قلت يدل له ماقالوا فيمن كان بالمشرق وتزوج امرأة بالمغرب فاتت بولد

يلحقه فتامل وفى التارخانية ان هذه المسئلة تؤيد الجواز

অর্থাৎ এদূরত্ব অতিক্রম করাটা সে একই কেরামতের অন্তর্ভূক্ত। এটা এজন্য সম্ভবপর যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার জন্য পৃথিবী সঙ্কুচিত বা ছোট করে দেয়া হয়েছিল। এতে ফকীহগণের নিম্নোক্ত মাছআলাটি ও সমাধান হয়ে যায়।

মাছআলাটি হলঃ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সে স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে শিশুটি উক্ত স্বামীর বলে গণ্য হবে। "তাতার খানিয়া"- নামক গ্রন্থে আছে যে, এ মাছ আলাটি 'কেরামত' এর বৈধতাকে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে।

সে একই জায়গায় "শামী'তে আর ও উল্লেখ রয়েছেঃ

ثم قال والانصاف ماذكره الامام النسفى حين سئل عما يحكى ان

الكعبة كانت تزور واحدا من الاولياء هل يجوز القول به فقال نقض

العادة على سبيل الكرامة لاهل الولاية جائز عند اهل السنة.

অর্থাৎ "ইমাম নছফী (রঃ) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। তাঁকে

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কথিত আছে যে কা'বা শরীফ কোন এক ওলীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য গমনাগমন করে, এ কথা বলাটা 'জায়েজ' হবে কি? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের দ্বারা 'কেরামত' হিসেবে অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী কার্যাবলী সম্পাদন আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমাতের মতে জায়েজ।"

উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে পবিত্র কা'বা মুয়াজ্জমা ও আউলিয়ায়ে কেরামের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ঘুরাফেরা করে থাকে।

উপরে বর্ণিত আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী' (রঃ) ইমাম গাজ্জালী (রঃ) আল্লামা কাছতালানী (রঃ) আল্লামা জারকানী (রঃ) আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) আল্লামা শিহাবুদ্দিন খুফফাজী মিছরী (রঃ) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ঈছমাইল হাক্বী বরছবী (রঃ) প্রমুখ। উলামায়ে কেরাম যাদের খেদমতের বিনিময়ে ইছলামের বাস্তব রূপ রেখা অক্ষুন্ন অবস্থায় রয়েছে।

হাজের ও নাজের সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের তাহ্‌কীকাত (বিশ্লেষণ) বা মতামত যা উপরে পেশ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো, আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের সমস্ত মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন, ফুক্বাহা সকলের আক্বীদা বা বিশ্বাস আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হাজের ও নাজের।

অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব পূতঃ পবিত্র অধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পূর্ন্যাত্মা, যিনি এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র পৃথিবীকে স্বীয় হাতের তালু দেখার মত স্পষ্টই দেখতে পান, নিকট ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান, কিংবা এক মুহূর্তে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন এবং হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থাকারী সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্য করেন।

এ পরিভ্রমণ কেবল রূহানী হতে পারে বা সশরীরে হতে পারে অথবা জিছমে মিছালী সহকারে ও হতে পারে।

pdf By Syed Mostofa Sakib

হাজের ও নাজের সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন নং ১ঃ আল্লাহর হাবীব যদি স্বশরীরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে যান, তবে কি রওজায়ে আতহার খালি পড়ে থাকবে?

পীরজাদা শেখ জাবির আহমদ

সিরাজনগর সাহেব বাড়ী–

উত্তরঃ আল্লাহর হাবীব বিশ্বের যে কোন প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে থাকুন না কেন?

মদীনা শরীফের রওজা পাকের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক বা নিছবক সব সময় বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব রওজা শরীফে ও আছেন, আবার বিশ্বের সর্বত্র ও আছেন। আল্লাহর হাবীবের জন্য সারা বিশ্বজগত দু'হাতের ন্যায় দু'হাতের ভিতরে আমাদের যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা চলে, আল্লাহর হাবীবের জন্য সারাটা বিশ্বে সে কর্তৃত্ব চলে। যেমনঃ আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) তাঁর লিখিত "মাদারিজুন নাবুওত" নামক কিতাবের ২য় জিলদের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

، پوشیده نماند که بعد ازا ثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد ازاں گویند که حق تعالی جسد شریف راحالتی وقدرتے بخشده است که درهر مکانی که خواهد تشریف بخشد خواه بعینه یابامثال خواه برآسمان یابرزمین وخواه درقبر شریف باغیروی درصورتی دارد با وجود ثبوت نسبت خاص بقبر درهمه حال.

(جلد دوم، قسم چهارم وصل حیات انبیاء)

অর্থাৎ এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর হাবীবের হাকীকী বা প্রকৃত হায়াত (ওফাত শরীফের পূর্বে যেভাবে ছিলেন) প্রমাণিত হওয়ার পর, যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পবিত্র শরীরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন ও এমন এক শক্তি দান

করেছেন যে, তিনি (আল্লাহর হাবীব) যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে সশরীরে (আইনী ছুরতে) বা অনুরূপ কোন শরীর ধারণ করে (ছুরতে মিছালী) গমন করে থাকেন, কবরের মধ্যে হোক বা আছমানের উপর হোক, এ ধরণের কথা সঠিক। তবে সর্বাবস্থায় কবরের সাথে খাছ নিছবত বা বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

এ প্রসঙ্গে মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁর লিখিত "মিরকাত শরহে মিশকাত" নামক কিতাবের ২য় জিল্‌দ ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

لاتباعد عن الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجد وهافى اماكن مختلفة فى آن واحد والله على كل شئى قدير. (باب مايقال عند من حضره الموت کے اخير ميں)

অর্থাৎ "আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য অসম্ভবের কিছুই নয় যে, তাঁরা একই সময়ে সারা বিশ্বে বিচরণ করতে পারেন; এবং তাঁদেরকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যে, তাঁরা (আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতা বলে) নিজে নিজে অগণিত দেহ তৈরী করে, একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হাজের থাকতে পারেন। "আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

একজন আল্লাহ্‌র অলী যদি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজেই অসংখ্য দেহ তৈরী করে একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাজির থাকতে পারেন তাহলে আল্লাহর হাবীবের অবস্থা কি হবে? নিজেই বিচার করে দেখুন। অলীদের সঙ্গে নবীদের কোন তুলনাই চলে না, অলীদের পাওয়ার বা ক্ষমতা যেখানে শেষ নবীদের ক্ষমতা সেখান থেকেই আরম্ভ।

প্রশ্নঃ নং ২ঃ আল্লাহ্‌র হাবীব কি প্রতিটি এলাকায় বা আত্‌রাফে নিজে তশরীফ নিয়ে নিয়ে দেখে থাকেন বা হাজের হন?

মোহাম্মাদ জামাল উদ্দীন,

উসমানপুর, চূনারুঘাট।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র হাবীব দেখার জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং একই স্থানে অবস্থান করে সারা দুনিয়া হাতের তালুর ন্যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখতেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। সারা বিশ্বজগত তাঁর ক্ষমতার আওতাভূক্ত। এ বিশেষ ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবকে দান করেছেন।

অবশ্য যদি কেহ এ আক্বীদা পোষণ করে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে দেখেন, এ হিসেবে তিনি হাজের ও নাজের। তবে এ আক্বীদা হবে ভিত্তিহীন।

এ ব্যাপারে আল্লামা আলুছী (রঃ) তাফছীরে "রুহুল মায়ানী" (২২ পরা ৮ম খন্ড ৪৫ পৃঃ) উল্লেখ করেছেনঃ

واما زعم ان التحمل على من بعده الى يوم القيامة لما انه صلى الله عليه وسلم حى بروحه وجسده يسير حيث شاء فى اقطار الارض والملكوت فمبنى ماعلمت حاله ولعل فى هذين الخبرين مايا باه كما لايخفى على المتدبر.

অর্থাৎ "কিন্তু একটি ভিত্তিহীন কথা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ওফাত শরীফের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি তাঁর পবিত্র রুহ ও দেহের সহিত জীবিত এবং জমীন ও মালাকুত বা আছমানের সর্বত্র বিচরণ করে থাকেন। এই কল্পনা ধারণার ভিত্তি উপরোল্লেখিত অবস্থা সমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত, যা আপনি (পাঠক) অবগত হয়েছেন।

তবে আশা করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতই ইহাকে অগ্রাহ্য করতেছে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট ইহা কখন ও অপ্রকাশ্য নহে।"

আল্লামা আলুছী (রঃ) তাঁর তাফছীরে "রুহুল মায়ানীতে" উপরোক্ত কথাটি বর্ণনা করতে কল্পনা ধারণা যার আরবী শব্দ 'জাআম' প্রয়োগ করেছেন। 'জাআম' শব্দটি ভিত্তিহীন অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

আল্লামা আলুছী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত এবারত দ্বারা যারা আল্লাহ্র হাবীব হাজের ও নাজের নন, বুঝাতে চান, তারা আল্লামা আলুছীর (রঃ) এবারতের অর্থ পুরাপুরী অনুধাবন করতে সক্ষম হন

নাই। তাঁর (আল্লামা আলুছীর) এবারতের মর্ম হলো, আল্লাহ্র হাবীব এলাকায় আত্‌রাফে গিয়ে গিয়ে দেখেন, এরূপ আক্বীদাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। কারণ ছহীহ আক্বীদা হলো, আল্লাহর হাবীব দেখার জন্য এবং হাজের থাকার জন্য কোথাও যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

উপরন্ত আল্লামা আলুছী বাগদাদী (রঃ) তাফছীরে রুহুল মায়ানী "খাতা মুন্নাবিয়্যিন" এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেনঃ

واستحسنه الجلال السيوطى وقال بعد نقل احاديث وأثار مانصه فحصل من مجموع هذا الكلام النقول والاحاديث ان النبى صلى الله عليه وسلم حى بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث شاء فى اقطار الارض الخ

যার ভাবার্থ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সার কথা হলো রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যেখানেই অবস্থান করেন না কেন, সেখান থেকেই সমগ্র পৃথিবীকে দেখেন।

পক্ষান্তরে আল্লামা আলুছী বাগদাদী (রঃ) আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) এর আক্বীদাঃ "আল্লাহর হাবীব সশরীরে জীবিত রয়েছেন। তাঁর তছররূপ (সাহায্য) করার ক্ষমতা ও রয়েছে। ওফাত শরীফের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় তিনি আছমান ও জমীনের যে স্থানে ইচ্ছা পরিভ্রমন করে থাকেন।"

এ আক্বীদাকে পূর্ণ সমর্থন করে "খাতামান্নাবীয়্যিনের" ব্যাখ্যায় বলেনঃ

واستحسنه الجلال السيوطى

অর্থাৎ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতিয়মান হলো আল্লামা আলুছী (রঃ) আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতীর (রঃ) উপরোক্ত আক্বীদাকে পূর্ণ সমর্থন করেছেন।

আল্লামা আলুছীর (রঃ) উপরে বর্ণিত এবারত (واما زعم الخ) দ্বারা শুধু এটাই ভিত্তিহীন বলেছেন যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাল্লাম, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গিয়ে শুধু দেখেন। আর যেখানে যান নাই সেখানে দেখেন না, তা খন্ডন করেছেন মাত্র। এহলো এবারতের প্রকৃত মর্ম।

এই জন্যই তো উপরে বর্ণিত এবারতের কয়েক লাইন পরে আল্লামা আলুছী উল্লেখ করেছেন।

قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره العزيز فى مثنويه

در نظر بودش مقامات العباد

زاں سبب نامش خدا شاهد نهاد

অর্থাৎ মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) মছনভী শরীফে বলেনঃ আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা তাঁর (রাছুলের) নজরে আছে, এই জন্যই তো আল্লাহ্ তাঁর নাম 'শাহিদ' (প্রত্যক্ষদর্শী) রেখেছেন।

প্রশ্নঃ নং ৩ঃ যদি কেহ বলে 'সর্বত্র হাজের-নাজের থাকা' আল্লাহ্ তা'য়ালারই গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত; যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

والله على كل شئى شهيد.

(আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী আছেন) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

بكل شئى محيط.

আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কাহার জন্য এ (হাজের-নাজের) গুণটি মানিয়া নেওয়া আল্লাহ্র গুণাবলীতে শিরক করা ছাড়া আর কিছুই নয়?

হাফেজ মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন

গ্রাম চাটিগাঁও, রাজনগর।

উত্তরঃ প্রত্যেক স্থানে 'হাজের-নাজের' থাকা কেবল আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণ বলা মোটেই সঙ্গত নয়, কারণ আল্লাহ্ পাক স্থান ও কাল হতে পবিত্র। আকায়েদের কিতাব সমূহে রয়েছেঃ

لا يجرى عليه زمان ولايشتمل عليه مكان

অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর কালের কোন প্রভাব নেই, কেননা কাল বা সময়ের প্রভাব পড়ে পৃথিবীতে, নিম্ন জগতের শরীর ও বস্তুর উপর।

এজন্য তাদের বয়স বা উমর হয়ে থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাজী, হুর ও গিলমান, ফেরেশতাগণ এমনকি আছমানে অবস্থানকারী হজরত ঈছা আলাইহিছালাম, এবং মে'রাজ শরীফে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কাল বা সময়ের প্রভাব থেকে মুক্ত। মোট কথা হলো এই যে, যাদের নির্দিষ্ট জীবন আছে, তাদের বেলায় সময়ের কথা আসে।

অনুরূপ কোন স্থানে আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ থাকা অসম্ভব। আল্লাহ্ পাক সর্বক্ষণ, সর্বস্থানে একই অবস্থায় বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ইলিম ও কুদরত সর্বত্র হাজের রয়েছে। এজন্যই এ আয়াত بكل شئى محيط. এর ব্যাখ্যায় মুফাচ্ছিরগণ লিখেছেন علما وقدرة (ইলমান ও কুদরাতান) অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ইলিম ও কুদরত সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ পাকের ইলিম ও কুদরত সর্ব্বত্র সার্বক্ষণ হাজের বা বিরাজমান রয়েছে। আল্লাহ্ পাক সশরীরে হাজের নন কারণ তিনি অশরীরী, পক্ষান্তরে ثم استوى على العرش

এ আয়াতে করীমা মুতাশাবিহাতের মধ্যে গণ্য। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ নং ৪ঃ কালামে পাকে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وماكنت بجانب الغربى اذقضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين.

অর্থাৎ "মূছা আলাইহিছ ছালামকে যখন আমি নির্দেশ নামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না।"

এ ধরণের আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা যায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হাজের-নাজের নন।

মোহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ

শিব পাশা, আজমেরীগঞ্জ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরঃ 'হাজের নাজের' সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে প্রশ্নটি করা হয়ে থাকে। পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, 'হাজের-নাজের' এর তিন ধরণের অর্থ আছেঃ এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র জগত দেখা, দুই, এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমন করা, তিন, একই সময়ে কয়েক জায়গায় দৃশ্যমান হওয়া।

উল্লেখিত আয়াত সমূহে বলা হয়েছে, তিনি এ পার্থিব শরীর নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজের ছিলেন না। একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অবলোকন করেন নি? সশরীরে তথায় উপস্থিত না থাকা এক কথা এবং তাঁর সে সব ঘটনা অবলোকন করা ভিন্ন কথা।

উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, হে মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, আপনি তথায় সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন না। তবে সে সব ঘটনা সম্পর্কে আপনি অবহিত ও তা অবলোকনও করেছেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, তিনি (আল্লাহ্‌র হাবীব) সত্য নবী। উক্ত আয়াতগুলো বরং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের 'হাজের-নাজের' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে।

সুপ্রসিদ্ধ তাফছীরে ছাবীতে

وما كنت بجانب الطور اذ نادينا

(আপনি তূর পাহাড়ের পার্শ্বে ছিলেন না, যখন আমি হযরত মূছা আলাইহি ছালামকে সম্বোধন করেছিলাম)

এ আয়াতের তাফছীরে উল্লেখ আছেঃ

وهذا بالنظر للعالم الجسمانى لاقامة الحجة على الخصم واما بالنظر للعالم الروحانى فهو حاضر رسالة كل رسول وما وقع له من لدن أدم الى ان ظهر جسمه الشريف.

ভাবার্থঃ "এখানে যে বলা হয়েছে, আপনি (আল্লাহ্‌র হাবীব) হুজরত মূছা আলাইহি ছালামের যে ঘটনা স্থলে ছিলেন না, তা শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সেখানে সশরীরে হাজের ছিলেন

না। বরং রুহানী ভাবে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম প্রত্যেক রাছুলের রিছালত এমন কি হজরত আদম আল্লাইহি ছালাম এর আদি সৃষ্টি থেকে শুরু করে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সশরীরে দুনিয়াতে অবির্ভূত হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপারে রুহানীতে হাজের ছিলেন।"

আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রঃ) "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ২য় জিলদের ১৯২ পৃষ্ঠায় 'তিবরানী শরীফ' থেকে একখানা হাদীছ শরীফ নকল করেছেনঃ

اخرج الطبرانى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدرفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه.

ভাবার্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার জন্য সারা বিশ্বজগতকে উঠিয়ে রাখছেন, (অর্থাৎ জাহির করেছেন) সুতরাং আমি সারা বিশ্বজগতকে দেখতেছি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু এ জগতে হবে দেখতে থাকব যেমন হাতের তালুকে দেখতেছি।

আল্লামা জারকানী (রঃ) তাঁর লিখিত 'জারকানী শরীফ' নামক কিতাবের ৭ম জিল্‌দের ২০৫ পৃঃ উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

اى اظهر وكشف لى الدنيا بحيث احطت بجميع مافيها فانا انظر اليها (الخ)

اشارة على انه نظر حقيقى دفع انه اريد بالنظر العلم ولايراد انه اخبار عن مشاهدة.

ভাবার্থ- আল্লাহ্ পাক আমার সামনে সারা দুনিয়া কে উঠিয়ে রাখছেন অর্থাৎ সারা দুনিয়াকে আমার জন্য জাহির ও কশ্‌ফ করে (খুলিয়ে) দিয়েছেন; এভাবে সে আমার আয়াত্বাধীনে সারা দুনিয়ার বস্তুকে করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়েছেন সুতরাং আমি সারা বিশ্বজগতকে দেখতেছি, দেখতে থাকব।

(আল্লামা জারকানী (রঃ) বলেন) রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিজ চোখ মোবারক দ্বারা হাকীকি নজরে দেখতেছেন, এখানে নজরে ইলিম হবে না এবং ইহা দেখার সংবাদ ও মুরাদ লওয়া হবে না।" এ মর্মে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে ছাহাবায়ে কেরাম তবয়ে তাবেঈন মুহাদ্দিছীন, মুফাছছিরীন এমন কি সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের আক্বীদা হলো আল্লাহ্র হাবীব হাজের ও নাজের।

প্রশ্ন নং-৫ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হাজের নাজের বা সারা বিশ্ব তার নিকট হাতের তালুর ন্যায়, এটা ছিল ওফাত শরীফের পূর্বের কথা বর্তমানে তিনি হাজের নাজের নন?

মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম ইদ্রিছ

ভোলারজুম, চুনারুঘাট।

উত্তরঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের হায়াত এবং ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর ওফাতের সময় ক্ষণিকের জন্য দেহ মোবারক থেকে রূহ মোবারক পৃথক করা হয়েছিল সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেহ মোবারকে রূহ মোবারক আবার ফেরত দেওয়া হয়েছে। এমনকি তার জানাজার নামাজ ও আমাদের সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তির জানাজার ন্যায়, আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়িনা ওয়া মায়্যি তিনা। ইত্যাদি দোয়া পাঠ করে আদায় করা হয়নি। বরং ইমাম ব্যতিরেকে জানাজার দোয়া, তাকবীর ইত্যাদি ব্যতীত সাহাবায়ে কেরাম পর্যায়ক্রমে দলে দলে দরুদ শরীফ পাঠ করতে করতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন।

(খাছাইছে কুবরা ৩৫৬ পৃঃ)

আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রঃ) "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" নামক কিতাবের ২য় জিল্দের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

اذلافرق بين موته وحياته فى مشاهدته لامته معرفته باحوالهم نياتهم وعزائهم وخواطرهم وذلك عنده جلى لاخفانه.

(الفصل الثانى فى زيارة قبره الشريف)

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জীবন ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি উম্মতকে দেখেন উম্মতের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দূর্বলতার অবকাশ নেই।

আল্লামা আহমদ, শিহাবুদ্দিন খুফ্ফাযী মিছরী (রঃ) লিখিত "নাছীমুর রিয়াজ ফি শরহে শিফা কাযী আয়াজ" নামক কিতাবের ৩য় জিল্দের ৫৪৪/৫৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

الانبياء صلوت الله وسلامه عليهم اجمعين من جهة الاجسام والظواهر مع البشراى موافقين لهم فى صورتها ومن جهة الارواح والبواطن مع الملائكة اى متصفين بصفاتهم. الحاصل ان بواطنهم وقواهم الروحانية ملكية ولذا ترى مشارق الارض ومغاربهم وتسمع اطيط السماء وتشم رائحة جبريل عليه الصلاة والسلام اذا اراد النزول اليهم.

ভাবার্থঃ "সম্মানিত নবীগণ আলাইহি মুছ্ছালাম শারীরিক ও বাহ্যিক দিক দিয়ে মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অর্থাৎ আকৃতি বা ছুরতের দিক দিয়ে নবীগণ মানুষের অনুরূপ এবং রুহানীও বাতেনী দিক দিয়ে ফেরেশ্তাদের অনুরূপ অর্থাৎ ফেরেশ্তাদের গুণে গুণান্বিত।

সার কথা হলো নিশ্চয় নবীগণ বাতেনী ও রুহানী শক্তির দিক থেকে ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এ কারণেই তাঁরা (নবীগণ) পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ দেখতে পান এবং আছমানের চিড়চিড় আওয়াজ শুনতে পান হজরত জিব্রাইল আলাইহিছ ছালাম তাঁদের নিকট নাজেলের ইচ্ছা পোষণ করতেই তার সুঘ্রান পেয়ে যান।"

তাফসীরে কবীর নামক কিতাবের ১১ জিলদের ৮৮ পৃষ্ঠায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখিত আছে যে, হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) যখন অন্তিম শয্যায়, তখন সাহাবীদের নিকট নিবেদন করলেন-- আমার ইন্তেকালের পর নামাযে জানাজা শেষ করে আমাকে আল্লাহর হাবীবের রওজা পাকের নিকট নিয়ে যাবেন এবং আছছালামু আলাইকা ইয়ারাছুলল্লাহ বলে আরজ করবেন, হে আল্লাহর হাবীব আবু বকর আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে? যদি রওজা পাক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় তবে আমাকে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের রওজা শরীফের নিকটই কবর দিও। আর যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায় তবে জান্নাতুল বাকীতে আমাকে দাফন করিও।

অতঃপর যখন ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর ইন্তেকাল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম তার লাশকে রওজা পাকের নিকট নিয়ে আরজ করলেন আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনার আবু বকর আপনার কাছে আসতে চায় তখন রওজা শরীফের দরজা খোলে গেল এবং আওয়াজ আসলো তোমারা হাবীবকে হাবীবের পার্শে শুইয়া দাও।

উপরের আলোচনার দ্বারা প্রতিয়মান হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের আকীদা ও বিশ্বাস ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াছাল্লাম হায়াতুন নবী জিন্দা নবী, ওফাত শরীফের পূর্বে যেভাবে ছিলেন ওফাত শরীফের পরও ঠিক সেভাবেই আছেন।

সমর্থিত উলামায়ে কেরাম

সিরাজ নগর দরবার শরীফে বায়আতে রাছুল গ্রহণের (মুরীদ হওয়ার) মাধ্যমে আঞ্জুমানে ছালেকীনের অন্তর্ভূক্ত যে সকল উলামায়ে কেরাম, মুফতীয়ানে এজাম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কোরআন ও ছুন্না'র দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের সংক্রান্ত মাছায়েলে একমত পোষণ করেছেন নিম্নে তাঁদের কতিপয়ের নাম দেওয়া হলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাগরণ প্রকাশনীর নিম্নলিখিত প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

১। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব - মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
২। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৩। নবীর পথে জীবন গড়ি - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৪। প্রাণস্পন্দন (জনপ্রিয় হামদ, নাত ও ইসলামী গানের সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৫। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয় - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৬। সুন্নীয়তের পথে - - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৭। কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৮। মদিনার স্পৃহা (নাত সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
৯। মদিনার গুঞ্জন (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১০। সোনার খনি - (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১১। ছোটদের তৈয়্যব শাহ (রাঃ) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১২। সুন্নীদের বন্ধু কারা? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৩। মদিনার কলতান (জনপ্রিয় ইসলামী গান ও নাত সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৪। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদর (সংকলিত) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৫। মুনাজাতের দলিল (অনুদিত) - ইমাম শেরেবাংলা (রহঃ)
১৬। উদ্দীপন - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৭। ইসলামী গজল সম্ভার - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
১৮। যিক্‌রে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাংলা উচ্চারণে জনপ্রিয় উর্দুনাত সংকলন
১৯। হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী নাত সংকলন) – সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশিতব্য

২০। ছোটদের ইমাম শেরেবাংলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২১। ছোটদের আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২২। ছোটদের ইমাম হাশেমী (মা.জি.আ.) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
২৩। কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যক্রম - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশনায় ঃ জাগরণ প্রকাশনী
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬